দৈনিক বাংলা
তারিখ 23 OCT 1993
পৃষ্ঠা 4 কলাম 7

ইংরেজীতে শূন্য পেয়েও প্রথম বিভাগে পাস?

তারা। ইংরেজী প্রতিশব্দ স্টার। ধূমকেতুর ইংরেজী প্রতিশব্দ কমেট। তারা উজ্জ্বল। কোন কোন ধূমকেতু আরো উজ্জ্বল। এবং বিশেষভাবে খ্যাত। হয়ত উজ্জ্বল বলেই পরীক্ষায় তারা শব্দটির আগমন ঘটেছিল। শুধু প্রথম বিভাগ নয়, প্রতিটি বিষয় পরীক্ষায় শতকরা ৭৫ নম্বর পেলে তাকে তারকা চিহ্নিত করা হয়। সকলেই বলে, ছাত্র বা ছাত্রীটি স্টার পেয়েছে। তারকা চিহ্নিত বলে কেউ কোনদিন বলবে না যে, ছাত্রটি তারা পেয়েছে। তারা শব্দটির মধ্যে স্টারের আমেজ নেই। গভীরতা নেই। এমন কি আভিজাত্যও নেই। হয়ত; এটা ঘটেছে আমরা অতীতাশ্রয়ী বলে।

আমরা চাই বা না চাই—অতীতের প্রতি আমাদের মোহ আছে। আমরা ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের চাইনি। হাজার হাজার যুবক বৃটিশ ঔপনিবেশিকদের তাড়াতে ঘর ছেড়েছে। প্রাণ দিয়েছে। স্কুল ছেড়েছে। কলেজ ছেড়েছে। এককালের সরকারের খয়ের খাঁরাও খেতাব বর্জন করেছে। বর্জন করেছে ব্রিটিশের দেয়া রায় সাহেব, খান সাহেব, রায় বাহাদুর ও খান বাহাদুর খেতাব। কিন্তু খেতাবের আমেজ এখনও যায়নি। ইংরেজরা চলে যাবার পর প্রায় ৫০ বছর কাটতে চলল। কিন্তু আমাদের অতীতের মোহ যেন এখনো অটুট। এখনও খান বাহাদুর ও রায় বাহাদুর অনেক বড় পরিচয়। ব্রিটিশ আমলের এই ঘৃণ্য খেতাবগুলি এখনো সযত্নে লালিত-পালিত হয়। পিতামহ-মাতামহের পরিচয়ে, বাড়ির নামে এবং আভিজাত্যের প্রমাণে। কেউই স্মরণে রাখতে চায় না যে, ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে প্রথমে কংগ্রেস, পরে মুসলিম লীগ এই খেতাব বর্জনের আহবান জানিয়েছিল। এবং সে কারণেই পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান খেতাব ছেড়ে পরিণত হয়েছিলেন লিয়াকত আলী খাননামে।

এ খবর অনেকেরই জানা। জানে খান বাহাদুর, খান সাহেব, রায় বাহাদুর, রায় সাহেবের পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু অতীত বড় মোহময়। খেতাব বড় লোভনীয়। এই মোহ আর লোভকে আশ্রয় করে তাই এখনো বেঁচে থাকার চেষ্টা আছেআভিজাত্যেরকারণে।

আজকের প্রেক্ষিতে কথাগুলি একান্তভাবেই ধান ভানতে শিবের গীতের মতো। অনেকেই বলতে পারেন স্টার বা তারা শব্দটি নিয়ে এমন বাহানা করার কোন প্রয়োজন আছে কি। আমরা ব্রিটিশ যুগের অনেক কিছুই পরিত্যাগ করিনি। পরীক্ষা এবং শিক্ষা পদ্ধতি ব্রিটিশ কাঠামোতেই ঘুরপাক খাচ্ছে। অনেক কষ্টে, অনেক আবেগে এবং অনেক রক্তের কথা বলে ইংরেজীকে পাঠ্য তালিকা থেকে দূর করেছিলাম। সফল হয়নি। দীর্ঘদিন পরে ইংরেজী আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পড়াবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আমরা প্রমাণ করে ছাড়ছি যে বাংলাতে সব কিছু শেখা যায় না। সব কিছু জানা যায় না। শুধু বাংলা শিখে আজকের পৃথিবীতে চাকরি পাওয়া যায় না। কোন প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যাবে না। জীবনের সর্বস্তরে ইংরেজীরকদরই বেশী।

কথাগুলি নতুন নয়। রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতায় অমিত রায় 'অমিট রে' হয়েছে অনেক আগে। আমাদের শ্যাম চৌধুরীরা এখনো অনেকে স্যামশন চৌধুরী লিখতে ভালবাসেন। আমরা অনেকেই সংগতির বাইরে অর্থ খরচ করে সন্তানদের কিন্ডার গার্টেনে পড়াই। কিন্ডার গার্টেন এখন থানা পর্যন্ত পৌঁছেছে। একটি নতুন শ্রেণীর জন্ম হচ্ছে। শুদ্ধ ইংরেজীকে অশুদ্ধভাবে উচ্চারণের এখন এক কঠিন প্রতিযোগিতা। এখন খান সাহেব, রায় সাহেবদের যুগ নেই। দালালী করে খেতাব নেবার প্রতিযোগিতার পথ বন্ধ। এখন প্রতিযোগিতা হচ্ছে আধো আধো ভাষায় অশুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণ করার মত সন্তান সৃষ্টির। আজকের সমাজে এটাই স্ট্যাটাস সিম্বল।

আমি ইংরেজী ভাষার বিরুদ্ধে নই। বিদেশে দেখেছি ইংরেজী প্রায় সকল দেশের দ্বিতীয় ভাষা। ইংরেজী ভাষা জানলে পৃথিবীর বহু দেশে ভাবের আদানপ্রদান করা যায়। তাই এ ভাষা শিখতে আমার আদৌ আপত্তি নেই। এ ভাষা অত্যাবশ্যক হিসাবে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হলেও আমি বিরুদ্ধে মাথা নাড়ব না।

কিন্তু আপত্তি হচ্ছে এক শ্রেণীর লোকের হীনমন্যতা নিয়ে। তারা পত্র-পত্রিকায় লিখছেন এবং বিবৃতি-ভাষণে বলছেন দুঃখজনক কথা। তারা বলতে চাচ্ছেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের জন্য প্রধানতঃ দায়ী নাকি ইংরেজীকে দূরে সরিয়ে রাখা। ইংরেজী না জানার ফলেই নাকি আমাদের ছেলেরা আদৌ বিদেশের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকছে না। লেখাপড়ায় উন্নতি হচ্ছে না। কিন্তু এই বিশেষজ্ঞরা কি বাংলা ভাষার হাল সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন? তারা কি জানেন পণ্ডিত বলে পরিচিত সচিবালয়ে নিযুক্ত ব্যক্তিদের বাংলায় নির্দেশ লেখার হাল? তারা কি জানেন এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী অকৃতকার্য হয় বাংলায়?

তাহলে এমনটি কেন ঘটছে? যে ভাষায় কথা বলি, হাসি এবং কাঁদি, যে ভাষা জীবনের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত সে ভাষাটি জানলাম না কেন? কেন সে ভাষায় পরীক্ষা হলে কৃতকার্য হতে পারি না? ইংরেজীর পক্ষে যারা প্রতিদিন লিখছেন তারা এ ব্যাপারে গবেষণা করেছেন কি? তারা আদৌ কোন খোঁজ নিয়েছেন কি? বড় খুশী হতাম তারা এমন একটি কাজ করলে। তারা জ্ঞানী। গুণী। বিদ্বান, গবেষণার যোগ্য লোক। আজকাল গবেষণার জন্য অনেক বিদেশী টাকা আসে। অনেক বিদেশী ফাউন্ডেশন এ ব্যাপারে অনেক টাকা ঢালছে। যে কেউ উদ্যোগ নিলে নিশ্চয়ই বাংলাদেশের বাংলা ভাষার হাল সম্পর্কে আমরা জানতে পারতাম। জানতে পারতাম গবেষণার ব্যাখ্যা। বিশ্লেষণ। ফলাফল।

তবে এই ভালমন্দের হিসাব গ্রামে নেই। সকলেই জানি দেশটা বড় গরীব। প্রায় ১১ কোটি লোক। গ্রামের লোকসংখ্যা হয়ত ৯ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। গ্রামে বিত্তহীনদের সংখ্যা বাড়ছে। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক। তবুও বিদ্যালয়ে আসে না গরীব মানুষের সন্তান-সন্ততি। তাই সরকার শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্যের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

আমাদের দেশে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোক শিক্ষাবঞ্চিত। এই দুই-তৃতীয়াংশের খবর কি আমরা কেউ রাখি? এদের কাছে বাংলা বা ইংরেজী লেখা কি আদৌ মুখ্য? বিদেশ যাবার স্বপ্নও তারা দেখে না। তাই ইংরেজী শেখা কি বাংলা শেখা এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে আদৌ মুখ্য নয়। তাই আমার প্রার্থনা, বাংলা ভাষা এবং বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সঠিক কাহিনী কেউ তুলে ধরুন। কৃতজ্ঞ থাকব। তারপর ভিন্ন কথা বললেও ভাল লাগবে।

তবে আজকের কথা ইংরেজী বা বাংলা ভাষা নিয়ে নয়। সেই তারা, স্টার, ধূমকেতু বা কমেট নিয়ে সম্প্রতি একটি বিভাগীয় শহরে গিয়েছিলাম। সেই শহরে ৫টি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সেই শহরের গত ৮ অক্টোবরের একটি পত্রিকা আমার হাতে এসেছে। চোখে পড়েছে প্রথম পাতার একটি খবর। তাতে বলা হয়েছে এসএসসি পরীক্ষার কথা। ঐ জেলায় এসএসসি পরীক্ষায় ইংরেজীতে শূন্য পেয়েও কেউ কেউ নাকি প্রথম বিভাগে পাস করেছে। অগণিত ছাত্র-ছাত্রী নাকি ৮টি বিষয়ে ফেল করে ৫৫৮ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছে। এরা অনেকে আবার ঐ শহরে কলেজে ভর্তি হতে এসেছিল। ওদের মধ্যে ৭০ ভাগ তিন লাইনের বেশী ইংরেজী রচনা লিখতে পারেনি। অন্য বিষয়ের জ্ঞানও নাকি একই রকম 'উজ্জ্বল'।

বিভাগীয় শহরটির নাম বরিশাল। শিক্ষা বোর্ডের নাম যশোর। বরিশাল থেকে প্রকাশিত দৈনিকটির নাম এ মুহূর্তে বলতে চাই না। শুধু জানতে চাই এ খবরের সত্যতা কতটুকু। কি বলেন যশোর বোর্ড কর্তৃপক্ষ? তারা কি বলবেন জানি না। শুধু মনে হচ্ছে পরীক্ষায় পাস করার ক্ষেত্রে নতুন শ্রেণীবিন্যাস প্রয়োজন—স্টারের ভিড়ে মুড়ি-মুড়কির একদর হচ্ছে। তাই স্টারের শ্রেণীতে নতুন বিভাজন এনে একটি কমেট শ্রেণী করলে কেমন হয়। শব্দটিও ইংরেজী হবে। পড়াশুনার মান যা-ই হোক না কেন। তবুও আমার প্রশ্ন থাকল যশোর শিক্ষা বোর্ডের কাছে—সত্যি সত্যি কেউ কি ইংরেজীতে শূন্য পেয়ে প্রথম বিভাগে পাস করেছে?

—নির্মল সেন